

রশীদ জামীল

# মুমিনের নামাজ



মুমিনের নামাজ  
রশীদ জামীল

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২১

স্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক

মাসুক আহমদ

পেটারসন, নিউজার্সি, যুক্তরাষ্ট্র

পরিবেশক : কালান্তর প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইল :

New York Distributor

**DARUL AHNAF**

2971 Bainbridge Avenue

Bronx, New York, NY 10458

(646) 744-8920, (646) 393-6250

মূল্য : ৳ ৭০ \$ 4.99

## ভূমিকা

হানাফিদের কাছে হাদিস-টাদিস নাই। তারা তাদের ইমামের কথামতো নামাজ পড়ে। আসলেই কি তাই? আমরা কি আসলেই হাদিস বাদ দিয়ে আবু হানিফার কথামতো নামাজ পড়ি?

কিছু মানুষকে কিছুদিন বোকা বানানো যায়। কিছু মানুষকে সবসময় বোকা বানানো যায়; কিন্তু সব মানুষকে সব সময় বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। সম্ভব না।

প্রত্যেক মুসলমানের বুকপকেটে বইটি থাকুক। কেউ যদি বলে, তোমার নামাজ হাদিস অনুযায়ী সহিহ হয়নি, তখন যেন পকেট থেকে বইটি বের করে যেকোনো মুসল্লি বলতে পারেন, 'এই দেখুন, আমার নামাজের পক্ষে হাদিস আছে। আপনি আপনার নিজের নামাজের ফিকির করেন।'

বইটি প্রকাশের জন্য শ্রিয় মাসুক আহমদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। বিশেষ ধন্যবাদ নোমান আহমাদ এবং আবুল কালাম আজাদ— সম্পাদনা সহযোগিতার জন্য। আল্লাহপাক সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

রশীদ জামীল

নিউইয়র্ক, সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২১

rjsylbd@gmail.com

## প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের। মদিনার সবুজ মিনারে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে লাখো দুর্কদ ও সালাম। রহমত নাজিল হোক আমাদের ইমাম, ইমামে আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ'র কবরে।

আল্লাহ জিন ও ইনসানকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। নামাজ হলো বান্দার প্রথম ও প্রধান ইবাদত। যার নামাজ ঠিক, তার সব ঠিক। আমাদের ইমাম—ইমামে আজম আবু হানিফা রাহ, নবিজির হাদিসের আলোকেই নামাজের পদ্ধতি রেখে গেছেন। আমাদের নামাজের প্রতিটি অংশের পেছনে হাদিস আছে। তথাকথিত আহলে হাদিস বন্ধুগণ 'হানাফিদের কাছে হাদিস নাই, তারা তাদের ইমামকে অনুসরণ করে' বলে বিভ্রান্তি ছড়ান। এ জন্য প্রয়োজন ছিল সাধারণ মুসলমানদের হাতে সংক্ষেপে নামাজের দলিলগুলো তুলে দেওয়া। সময়ের দাবি ছিল প্রত্যেক মুসলমানের পকেটে তাঁর নামাজের দলিল থাকা। সময়ের এই দাবি মেটাতে এগিয়ে এলেন তারুণ্যের প্রিয় লেখক রশীদ জামীল। মহত এ কাজটির অংশ হতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। মহান রাক্বুল আলামিন বইটিকে কবুল করুন। আমিন।

মাসুক আহমদ

## সূচি

- দাঁড়ানো : ১৩  
কিবলামুখী হওয়া : ১৪  
সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখা : ১৫  
নিয়ত করা : ১৬  
তাকবিরে তাহরিমা : ১৭  
নামাজের শুরুতে রাফউল ইয়াদাইন করা : ১৮  
কান বরাবর হাত গুঠানো : ১৯  
হাতের আঙুল খোলা রাখা : ২০  
নাভির নিচে হাত বাঁধা : ২১  
ডান হাত বাম হাতের কবজিতে রাখা : ২২  
সানা পড়া : ২৩  
আউজুবিল্লাহ পড়া : ২৪  
বিসমিল্লাহ পড়া : ২৫  
আউজুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ আন্তে পড়া : ২৬  
সুরায়ে ফাতিহা পড়া : ২৭  
দ্বিতীয় সুরার আগে বিসমিল্লাহ পড়া : ২৮  
ইমাম যখন কিরাআত পড়বেন, মুক্তাদি চূপ থাকবে : ২৯  
ইমামের কিরাআতই মুক্তাদির কিরাআত : ৩০  
আমিন বলা : ৩১  
আন্তে আমিন বলা : ৩২

রুকু করা :	৩৩
তাকবির বলে রুকুতে যাওয়া :	৩৪
রুকু করার পদ্ধতি :	৩৫
রুকুর তাসবি :	৩৬
রুকুর তাসবির পরিমাণ :	৩৭
ইমাম সামিয়াল্লাহ্ লিমান হামিদাহ এবং মুজাদি ... :	৩৮
মুনফারিদ উভয়টি বলবে :	৩৯
কওমা করা :	৪০
কওমার পদ্ধতি :	৪১
কওমার দুআ :	৪২
রুকুতে যেতে/উঠতে রাফউল ইয়াদাইন না করা :	৪৩
তাকবির বলে সিজদায় যাওয়া :	৪৪
সিজদায় যাওয়ার পদ্ধতি :	৪৫
সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করা :	৪৬
সিজদার তাসবি :	৪৭
তাকবির বলে সিজদা থেকে মাথা ওঠানো :	৪৮
জলসা করা :	৪৯
জলসার দুআ :	৫০
তাকবির বলে দ্বিতীয় সিজদা করা :	৫১
সিজদায় চেহারাকে উভয় হাতের মধ্যখানে রাখা :	৫২
সিজদায় হাতের আঙুল মিলিয়ে রাখা :	৫৩
সিজদায় হাতের আঙুল কিবলামুখী রাখা :	৫৪
সিজদায় উভয় পায়ের গোড়ালিকে মিলিয়ে রাখা :	৫৫
পায়ের আঙুলসমূহ কিবলামুখী রাখা :	৫৬
সিজদায় কনুই শরীর থেকে আলাদা রাখা :	৫৭



সিজদায় কনুই জমিনে না বিছানো :	৫৮
সিজদায় নিতম্ব উঠিয়ে রাখা :	৫৯
সিজদায় যেতে এবং উঠতে রাফউল ইয়াদাইন না করা :	৬০
জলসায়ে ইসতিরাহাত না করা :	৬১
দ্বিতীয় রাকআত বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা :	৬২
প্রথম রাকআতের চেয়ে দ্বিতীয় রাকআত ছোট করা :	৬৩
প্রত্যেক দুই রাকআতের পর বৈঠক করা :	৬৪
বৈঠকে বসার নিয়ম :	৬৫
প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া :	৬৬
তাশাহহুদে আঙুল দ্বারা ইশারা করা :	৬৭
আঙুলকে বিরতিহীনভাবে না নাড়ানো :	৬৮
তাকবির বলে বৈঠক থেকে দাঁড়ানো :	৬৯
তৃতীয় রাকআতের শুরুতে রাফউল ইয়াদাইন না করা :	৭০
ফরজের শেষ দুই রাকআতে শুধু সুরা ফাতিহা পড়া :	৭১
শেষ বৈঠক :	৭২
দুরুদ শরিফ পড়া :	৭৩
দুরুদ শরিফের শব্দমালা :	৭৪
দুআর শব্দমালা :	৭৫
ইমামের আগে না যাওয়া :	৭৬
নামাজের মধ্যে চোখ বন্ধ না রাখা :	৭৭
সালাম ফেরানো :	৭৮
সালামের শব্দমালা :	৭৯
সিজদায়ে সাহ :	৮০
সিজদায়ে সাহ সালামের পরে :	৮১

সিজদায়ে সাহুতে দুই সিজদা : ৮২  
সাহু সিজদার আগে একবার সালাম ফেরানো : ৮৩  
সিজদায়ে সাহুতে শুধু ডান দিকে সালাম ফেরানো : ৮৪  
তাশাহুদ পড়ে সিজদায়ে সাহু করা : ৮৫

নামাজের পর দুআ করা : ৮৬  
দুআয় হাত তোলা : ৮৭  
নামাজের পর হাত তুলে দুআ : ৮৮  
দুআর পর চেহারা হাত ফেরানো : ৮৯  
ইমামের (উচ্চৈঃস্বরে দুআ করা : ৯০  
মুসল্লির দিকে ফিরে বসা : ৯১  
দুআ-সংক্রান্ত হাদিসসমূহের নির্ধারিত ও সারাংশ : ৯২  
নামাজের পর সম্মিলিত দুআ : ৯৩

নারী-পুরুষের নামাজে পার্থক্য : ৯৪  
নারীরা বুকের উপর হাত বাঁধবেন : ৯৫  
জমিনে শরীর বিছিয়ে সিজদা করবেন : ৯৬  
চার জানু হয়ে বসবেন : ৯৭  
সিজদায় পেট-উরু মিলিয়ে রাখবেন : ৯৮  
ওড়না ব্যবহার করবেন : ৯৯

বিতরের নামাজ : ১০০  
এক সালামে ৩ রাকআত : ১০১  
রুকুর আগে দুআয়ে কুনুত : ১০২  
রুকুর পরে কুনুত একমাস ছিল : ১০৩

সালাতুল জুমুআ :	১০৪
জুমুআর দুই আজান :	১০৫
জুমুআ ১০ রাকআত :	১০৬
জুমুআর খুতবা :	১০৭
খুতবার সময় নীরবতা :	১০৮
আরবি খুতবা :	১০৯
<b>সালাতুত তারাবি :</b>	<b>১১০</b>
জানাজার নামাজ :	১১১
জানাজা মসজিদে না পড়া :	১১২
জানাজার প্রথম তাকবিরে হাত ওঠানো :	১১৩
গায়েবানা জানাজা :	১১৪
<b>ঈদের নামাজ :</b>	<b>১১৫</b>
ঈদের নামাজে দুই খুতবা :	১১৬
ঈদের খুতবা নামাজের পরে :	১১৭
ঈদের নামাজ শেষে সম্মিলিত দুআ :	১১৮
ঈদের নামাজে মহিলাদের না যাওয়া :	১১৯
<b>সালাতুত তাহাজ্জুদ :</b>	<b>১২০</b>
ইশরাকের নামাজ :	১২১
চাশতের নামাজ :	১২২
যাওয়ালের নামাজ :	১২৩
সালাতুল আওয়াবিন :	১২৪
সালাতুত তাসবি :	১২৫

দ্বিতীয় পক্ষতি :	১২৭
সালাতুল হাজত :	১২৮
তাহিয়াতুল ওজু :	১২৯
তাহিয়াতুল মাসজিদ :	১৩০
সালাতুল ইসতিখারা :	১৩১
সালাতুল তাওবা :	১৩৩
সালাতুল সাফার :	১৩৪
সালাতুল ইসতিসকা :	১৩৫
সালাতুল কুসুফ ও খুসুফ :	১৩৬

নিষিদ্ধ সময় :	১৩৭
ফজর ও আসরের নামাজের পরে :	১৩৭
দুবহে সাদিকের পরে :	১৩৮
সূর্যাস্তের পরে :	১৩৯
জুমুআর খুতবার সময় :	১৪০
সূর্যোদয় সূর্যাস্ত এবং দুপুরবেলা :	১৪১
সমাপনী কথা :	১৪২

## দাঁড়ানো

দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে হবে। অসুস্থতার কারণে দাঁড়াতে না পারলে বসে পড়া যাবে।

আল্লাহ বলেছেন,

﴿قَوْمٌ يُؤْتُوا قَاتِلِينَ﴾

আর আল্লাহর সামনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াও।

(সূরা বাকারা : ২,৩,৮)

## হাদিস

عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ... فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ  
فَقَالَ صَلَّى قَائِمًا

ইমরান বিন হুসাইন রাজিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম; তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো।

(সহিহ বুখারি : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৫০; আবু দাউদ : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৪৪।)

## কিবলামুখী হওয়া

কিবলামুখী হয়ে নামাজ পড়তে হবে।

আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

আর তোমরা যেখানেই থাকো, (নামাজের সময়) চেহারা কিবলার দিকে ফিরিয়ে নাও।

(সূরা বাকারা : ১৪৪)

## হাদিস

নবিজি এক লোককে নামাজ শেখাতে গিয়ে বললেন,

ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

অতএব, কিবলার দিকে মুখ করো, এরপর তাকবির বলো।

(সহিহ বুখারি : খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৯৮৬, সহিহ মুসলিম : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৭০)

## দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখা

নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখা  
সুন্নাত।

হাদিস

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَنَسُ: اجْعَلْ بَصْرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ

আনাস রাজিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আনাস! দৃষ্টি সিজদার স্থানে  
রাখো'।

(সুনানু বায়হাকি : খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ২৮৪, মিশকাতুল মাসাবিহ : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৯১)